প্রাইজবন্ড সম্পর্কিত
প্রায়শঃ জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাদির উত্তর

ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক
ওয়েবসাইট: **www.bb.org.bd/**

ক. প্রাইজবন্ডের প্রচলন, প্রকল্প ও ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য

১। প্রাইজবন্ড কী ?

উঃ প্রাইজবন্ড হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত একটি বিনিয়োগ প্রকল্প যেখানে বিনিয়োগকারী যেকোন সময় বিনিয়োগ করতে পারবেন এবং যেকোন সময় প্রাইজবন্ড ফেরত প্রদান করে আসল উত্তোলন করতে পারবেন। উক্ত প্রকল্প হতে মুনাফা বা সুদ প্রদান করা হয় না। তবে প্রতি বছর তিন মাস অন্তর অন্তর ড্র অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত ড্র এর মাধ্যমে বিজয়ীদের বিভিন্ন মূল্যমানের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

২। প্রাইজবন্ড কেন প্রচলন করা হয়েছে?

উঃ অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এই স্কীমটি চালু করে। এই প্রকল্পটি সকল শ্রেণীর জনসাধারনের সঞ্চয় প্রবনতা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করেই প্রবর্তন করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারের অভ্যন্তরীণ উৎস হতে প্রয়োজনীয় অর্থ আহরণ অনেকটাই সহজতর । প্রাইজবন্ড বিক্রির মাধ্যমে সরকার সরাসরি জনগণের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

৩। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত প্রবর্তিত প্রাইজবন্ডের প্রকল্প সংখ্যা কয়টি এবং কি কি?

উঃ বাংলাদেশে এ পর্যন্ত প্রবর্তিত প্রাইজবন্ডের প্রকল্প সংখ্যা তিনটি। সেগুলো হলো-

ক্রমিক নং	প্রাইজবন্ডের মূল্যমান	প্রবর্তন	বাতিল
১	১০/-	১৯৭৪	১৯৯৫
২	৫০/-	১৯৭৪	১৯৯৫
৩	১০০/-	১৯৯৫	-

৪। বর্তমানে কত টাকা মূল্যের প্রাইজবন্ড বাজারে চালু আছে?

উঃ বর্তমানে শুধুমাত্র ১০০/-টাকা মূল্যমানের প্রাইজবন্ড বাজারে চালু আছে। ১৯৯৫ সালের ০২ জুলাই হতে উক্ত বন্ড বাজারে প্রচলন শুরু হয় ।

৫। প্রাইজবন্ড কিনতে কি কোন আবেদন করতে হয়?

উঃ না, প্রাইজবন্ড কিনতে কোন আবেদন করতে হয় না। যেকোন ইস্যু অফিসে উপস্থিত হয়ে নগদ অর্থের বিনিময়ে প্রাইজবন্ড ক্রয় করা ও ভাংগানো যায়।

৬। কোথায় প্রাইজবন্ড কেনা ও ভাংগানো যায় ?

উঃ বর্তমানে চারটি প্রতিষ্ঠান হতে প্রাইজবন্ড কেনা ও ভাংগানো যায়।

ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল অফিস (ময়মনসিংহ অফিস ব্যতীত);

খ. শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংক ব্যতীত সকল তফসিলি ব্যাংক;

গ. জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের অধীনস্থ সকল সঞ্চয় ব্যুরো অফিস এবং

ঘ. ডাকঘর (Post Office)

খ. প্রাইজবন্ডের ড্র এবং পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

১। প্রাইজবন্ডের ড্র কখন অনুষ্ঠিত হয় ?

উঃ ১০০/-টাকা মূল্যমানের প্রাইজবন্ডের ড্র বছরে চারবার অর্থাৎ প্রতি তিন মাস অন্তর অনুষ্ঠিত হয় । বছরের ৩১ জানুয়ারী, ৩০ এপ্রিল, ৩১ জুলাই ও ৩১ অক্টোবর তারিখে ড্র অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ নির্ধারিত আছে। নির্ধারিত তারিখে কোন সরকারী ছুটি থাকলে পরবর্তী কার্যদিবসে ড্র অনুষ্ঠিত হয়।

২। বিক্রিত সকল প্রাইজবন্ডই কি লটারীর আওতাভুক্ত ?

উঃ বিক্রিত সকল বন্ডই লটারীর আওতায় আসে না। যে তারিখে ড্র অনুষ্ঠিত হবে সেই তারিখ হতে ০২(দুই) মাস পূর্বে (ইস্যু'র/ বিক্রির তারিখ হতে 'ড্র' এর তারিখ বাদ দিয়ে) যে সমস্ত নতুন বন্ড বিক্রি হবে তা সহ পূর্বের বিক্রিত বন্ড ড্রয়ের আওতায় আসবে। অর্থাৎ বন্ডে নির্দেশিত বিক্রির তারিখ হতে ন্যুনতম ০২(দুই) মাস অতিক্রমের পর উক্ত বন্ড ড্র-এর আওতায় আসবে ।

৩। কোথায় 'ড্র' অনুষ্ঠিত হয় এবং কারা 'ড্র' অনুষ্ঠান পরিচালনা করে থাকেন ?

উঃ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে 'ড্র' অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং সরকার কর্তৃক নিয়োজিত 'ড্র' কমিটি কর্তৃক 'ড্র' অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়ে থাকে।

৪। কোন কোন পর্যায়ের কর্মকর্তা দ্বারা 'ড্র' কমিটি গঠিত হয় ?

উঃ সরকার কর্তৃক নিম্নোক্ত ভাবে গঠিত কমিটির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে "ড্র' পরিচালিত হয়ে থাকে-

চেয়ারম্যান	বিভাগীয় কমিশনার (তাঁহার অনুপস্থিতিতে মনোনীত কোন অতিরিক্ত কমিশনার)
সচিব	মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা ।
সদস্য/সদস্যা	(ক) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রতিনিধি হিসাবে উপ-সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ।
	(খ) উপ-পরিচালক, জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর (এক্স অফিসিও/পরিচালক কর্তৃক মনোনীত) ।
	(গ) ৩(তিন) জন বেসরকারী সদস্যঃ ১। দৈনিক ইংরেজী পত্রিকার একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি । ২। বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির একজন প্রতিনিধি (পরিচালকের নীচে নহে) । ৩। অধ্যক্ষ, সিদ্ধেশ্বরী কলেজ, ঢাকা।
ড্রয়িং অফিসার	৬(ছয়) জন (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত গেজেটেড অফিসার) ।

৫। ' ড্র' কোন পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় ?

উঃ একক সাধারণ পদ্ধতিতে 'ড্র' পরিচালিত হয় (অর্থাৎ প্রত্যেক সিরিজের জন্য একই নম্বর)। বাজারে প্রচলিত প্রাইজবন্ড সিরিজসমূহ এই 'ড্র'-এর আওতাভুক্ত।

৬। প্রাইজবন্ড 'ড্র'পদ্ধতি কেমন ?

উঃ বাংলাদেশ প্রাইজবন্ড স্কীমের অধীনে প্রাইজবন্ড বিক্রয়, "ড্র" অনুষ্ঠান এবং পুরস্কারের টাকা প্রদানের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকে । সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে প্রাইজবন্ড "ড্র" কমিটির চেয়্যারম্যান কর্তৃক নির্দেশিত পূর্ব নির্ধারিত স্থানে "ড্র" অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়ে থাকে । চেয়ারম্যান "ড্র" অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং অনুমোদিত পদ্ধতি মোতাবেক "ড্র" অনুষ্ঠানের বিষয়টি সুনিশ্চিত করেন । উক্ত "ড্র" অনুষ্ঠানটি বিটিভি বা অন্য কোন চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার করা হয় না, তবে বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে উক্ত "ড্র" অনুষ্ঠানে প্রচুর জনসাধারণ, মিডিয়া প্রতিনিধি, সংবাদ মাধ্যম উপস্থিত থাকে। অদ্যাবধি উক্ত অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ ব্যাংক অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন করে আসছে, কখনো কোন বিরূপ পরিবেশ তৈরী হয়নি। চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত গেজেটেড কর্মকর্তাগণ অর্থাৎ ড্রয়িং অফিসার "ড্র" পদ্ধতিটি পাঠ, ড্রাম ঘুরানো, গুটি উত্তোলন, ড্রামের

সংগে রক্ষিত ট্রে-তে গুটিগুলি স্থাপন ইত্যাদি কার্যক্রম সুচারুভাবে পালন করে থাকেন এবং সদস্যগণ অন্যান্য কাজের সাথে পুরস্কার বিজয়ী নম্বর রেকর্ড করা এবং নির্ধারিত পদ্ধতি মোতাবেক ও বিরতিহীনভাবে "ড্র" অনুষ্ঠানের নিমিত্তে সার্বিক তত্ত্বাবধান করে থাকে । প্রাইজবন্ড "ড্র" অনুষ্ঠানের প্রায় দেড়মাস পূর্ব হতে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের নির্দেশনার আলোকে মতিঝিল অফিসের প্রাইজবন্ড শাখার উপ-ব্যবস্থাপকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে "ড্র' অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়। প্রাইজবন্ড "ড্র" কমিটির সভাপতি মহোদয় ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রাইজবন্ড শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ-কে প্রাইজবন্ড নীতিমালায় বর্ণিত কার্যাবলী মোতাবেক যার যার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হয় এবং উক্ত দায়িত্ব পালনে ব্যত্যয় ঘটার কোন সুযোগ নেই।

৭। প্রাইজবন্ডের মোট সিরিজ সংখ্যা এবং প্রতি সিরিজে মোট পুরস্কারের সংখ্যা কয়টি ?

উঃ বর্তমানে (২১/০৩/২০২২ পর্যন্ত) প্রাইজবন্ডের মোট সিরিজ সংখ্যা ৪৬টি এবং প্রতি সিরিজের জন্য ৪৬টি পুরস্কার আছে।

৮। ৪৬টি পুরস্কারের মধ্যে ১ম পুরস্কার থেকে মোট কয়টি এবং কত টাকার পুরস্কার রয়েছে ?

উত্তর- মোট ৫টি পুরস্কার-	১ম পুরস্কার-৬,০০,০০০.০০(১টি)		৬,০০,০০০.০০
	২য় পুরস্কার-৩,২৫,০০০.০০(১টি)		৩,২৫,০০০.০০
	৩য় পুরস্কার-১,০০,০০০.০০(২টি)	১,০০,০০০.০০*২	২,০০,০০০.০০
	৪র্থ পুরস্কার- ৫০,০০০.০০(২টি)	৫০,০০০.০০*২	১,০০,০০০.০০
	৫ম পুরস্কার- ১০,০০০.০০(৪০টি)	১০,০০০.০০*৪০	৪,০০,০০০.০০
			১৬,২৫,০০০.০০

৯। 'ড্র' অনুষ্ঠানের কতদিনের মধ্যে পুরস্কার দাবী করতে হয় ?

উঃ পুরস্কার দাবীর সময়সীমা দুই বছর। 'ড্র'-এর দুই বছর পর পুরস্কার দাবীকারীর দাবী তামাদি হয়ে যায় এবং উক্ত অর্থ সরকারী হিসাবে জমা হয়।

১০। কোথায় কিভাবে প্রাইজবন্ডের পুরস্কারের অর্থ দাবী করা যায় ?

উঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের যে কোন অফিসে (ময়মনসিংহ অফিস ব্যতীত) অথবা শরীয়াহ ভিত্তিক ব্যাংক ব্যতীত যেকোন তফসিলী ব্যাংকের যে কোন শাখায় অথবা জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের অধীনস্থ যে কোন সঞ্চয় ব্যুরো অফিস অথবা যে কোন পোস্ট অফিসে উপস্থিত হয়ে পুরস্কার বিজয়ী মূলবন্ড সহ নির্ধারিত (ফরম পিবি-২৩) ফরম যথাযথভাবে পুরণ করে আবেদনপত্র জমা দিতে হয়।

১১। দাবী করার কতদিনের মধ্যে পুরস্কারের অর্থ পাওয়া যায় ?

উঃ পুরস্কার দাবীর তারিখ হতে সাধারণত দুই মাসের মধ্যে পুরস্কারের অর্থ পাওয়া যায় ।

১২। পুরস্কারের অর্থ কি নগদ দেয়া হয় ?

উঃ না। প্রাপকের সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবে পুরস্কারের অর্থ জমা হয়ে যায়।

১৩। প্রাইজবন্ড পুরস্কারের উপর আয়কর প্রযোজ্য আছে কি ?

উঃ সরকারী নীতি মোতাবেক প্রাইজবন্ডের প্রতি পুরস্কারের উপরই ২০% হারে আয়কর নির্ধারণ করা আছে এবং পুরস্কারের অর্থ হতে আয়কর কর্তণ করেই প্রাইজবন্ডের পুরস্কারের অর্থ প্রদান করা হয়।

১৪। 'ড্র'-এর তথ্য কি বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েব সাইটে পাওয়া যায়?

উঃ 'ড্র'-এর তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েব সাইটে পাওয়া যায়। ওয়েব সাইট নং- www.bb.org.bd অথবা https://www.bb.org.bd/en/index.php/Investfacility/prizebond

১৫। বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েব সাইট থেকে কিভাবে ফলাফল জানা যাবে?

ওয়েব পেইজের সার্চ বক্সে প্রতিবারে এক বা একাধিক নম্বর অনুসন্ধান করা যাবে। একটি নম্বরের জন্য শুধুমাত্র নম্বরটি টাইপ (সিরিজ নয়) করলেই ফলাফল জানা যাবে। যদি একাধিক প্রাইজবন্ড থাকে এবং তা যদি ক্রমানুসারে হয় তাহলে শুধুমাত্র প্রথম ও শেষ নম্বরের মাঝে হাইফেন (-) টাইপ করে সমস্ত নম্বর অনুসন্ধান করা যাবে। আর যদি একাধিক প্রাইজবন্ড থাকে এবং তা যদি ক্রমানুসারে না হয় তাহলে কমা (,) দ্বারা আলাদা করে সমস্ত নম্বরগুলো টাইপ করে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ফলাফল জানা যাবে।

১৬। প্রাইজবন্ডের লটারির ফলাফল জানার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কোন ওয়েবসাইট/সফট্ওয়্যার আছে কিনা ?

উঃ হ্যাঁ, প্রাইজবন্ডের লটারির ফলাফল জানার জন্য বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রনালয় এর অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক চালু করা হয়েছে **Prize Bond Result Inquiry Software (PBRIS)** নামের সফটওয়্যার যার ওয়েব এড্রেস হলো www.irdbd.online

১৭। Prize Bond Result Inquiry Software (PBRIS) এর মাধ্যমে কিভাবে ফলাফল জানা যাবে?

সফটওয়্যারটির মাধ্যমে ২টি পদ্ধতিতে ফলাফল অনুসন্ধানের ব্যবস্থা রয়েছে। সার্চ বক্সে সরাসরি নম্বর লিখে এবং নম্বর আপলোড করে ফলাফল জানা যাবে। এছাড়া, এই সফটওয়্যারে ক্রেতারা বিনামূল্যে ই-মেইল সাবস্ক্রিপশন করতে পারবেন। যার মাধ্যমে প্রতি ৩ মাস পরপর (৩১ জানুয়ারি, ৩০ এপ্রিল, ৩১ জুলাই ও ৩১ অক্টোবর) প্রকাশিত ফলাফল সম্পর্কে সাবস্ক্রিপশনপ্রাপ্ত নাগরিকরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ই-মেইলে অবহিত হতে পারবেন।

গ. বিবিধ

১। প্রাইজবন্ড একটি সরকারী প্রকল্প, তারপরেও বাংলাদেশ ব্যাংক কেন এর সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে ?
উঃ বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের ব্যাংক। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ট্রেজারার হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের ব্যাংকিং সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে থাকে। তেমনি প্রাইজবন্ড প্রকল্পের প্রাইজবন্ড বিক্রয়, ড্র অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার প্রদানের ব্যাপারেও বাংলাদেশ ব্যাংক দায়িত্ব পালন করে থাকে।

২। প্রাইজবন্ড সংক্রান্ত কার্যাদি বা তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে ?
উঃ প্রাইজবন্ডের অপারেশনাল সংক্রান্ত কার্যাদি বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল অফিসের প্রাইজবন্ড শাখা কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে থাকে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সেখান থেকে সংগ্রহ করা যাবে। প্রাইজবন্ডের নীতিমালা সংক্রান্ত কার্যাদি বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট (সঞ্চয়পত্র ও প্রাইজবন্ড শাখা) কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে থাকে।

৩। প্রাইজবন্ড ছিঁড়ে বা পুঁড়ে গেলে উক্ত বন্ডের বিষয়ে কি করনীয় ?
উঃ ছেঁড়া/বিকৃত/অস্পষ্ট বন্ড সমূহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোনীত কর্মকর্তা কর্তৃক সেই সমস্ত বন্ড পরীক্ষিত হবে যিনি এই বিষয়টি সুরাহা করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন। এক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক একটি প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে। যার আলোকে উল্লিখিত বিষয়টি সমাধান করা হয়ে থাকে।

৪। ছেঁড়া বা বিকৃত প্রাইজবন্ড কি বদল বা ভাংগানো যায় ?
উঃ হ্যাঁ। বর্তমানে ১০০/- মূল্যমানের ছেঁড়া বা বিকৃত প্রাইজবন্ড বাংলাদেশ ব্যাংকের যে কোন অফিসে জমা দেয়া যায়। বিনিময়যোগ্য হলে বন্ডে মূল্যমান অনুযায়ী বিনিময়মূল্য নগদ অর্থে পরিশোধ করা হয় । বিনিময় অযোগ্য হলে দাবীকারীকে মৌখিকভাবে অবহিত করা হয়।

৫। প্রাইজবন্ড হারিয়ে গেলে বা চুরি হলে যথাযথ প্রমানসহ এর বিনিময় মূল্য দাবী করলে কি পাওয়া যায় ?
উঃ না। যেহেতু প্রাইজবন্ড Bearer বন্ড তাই এর বাহকই মালিক বিধায় প্রাইজবন্ড হারিয়ে গেলে বা চুরি হলে দাবীকারীকে বিনিময় মূল্য প্রদানের কোন সুযোগ নেই।